প্রথম অধ্যায়

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম

১। অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও উচ্ছেদ:

(ক) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার নদ-নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা সংগ্রহ করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। সারাদেশে সর্বমোট ৫৭,৮৬২ জন অবৈধ নদী দখলদার রয়েছে।

(খ) ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণের নেতৃত্বে সারাদেশে প্রায় ১৩,৫৬৪ জন অবৈধ নদী দখলদারকে ইতোমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদের হার ২৩.৪৪%। উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অবৈধ দখলদারদের তালিকা হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

(গ) নদ-নদীর বিভাগ ভিত্তিক দখল ও উচ্ছেদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিভাগ	তালিকাভুক্ত অবৈধ দখলদারের সংখ্যা	উচ্ছেদকৃত অবৈধ দখলদারের সংখ্যা	উচ্ছেদের হার
১	ঢাকা	১০,৪৬১	২,৫৬৩	২৪.৫০%
২	চট্রগ্রাম	১৮,৬৬৫	১,৩২৯ (১১.০৩ একর জমি উদ্ধার)	৭.১২%
৩	খুলনা	১২,৬৪০	৫,৩০৩	৪১.৯৫%
৪	রাজশাহী	২,৭৬৫	৫৬ (৩৭৪.৭৫ একর জমি উদ্ধার)	২.০৩%
৫	সিলেট	১,৯৮৩	৬০২ (.৫৮২ একর জমি উদ্ধার)	৩০.৩৬%
৬	বরিশাল	৪,৬৮৮	১,০৭০	২২.৮২%
৭	রংপুর	২,৭৫৫	৮১৩	২৯.৫১%
৮	ময়মনসিংহ	৩,৯০৫	১,৮২৮	৪৬.৮১%
	মোট	**৫৭,৮৬২**	**১৩,৫৬৪**	**২৩.৪৪%**

***[বি:দ্র: অবৈধ দখলদার ও উচ্ছেদের সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে।]**

(ঘ) অবৈধ দখলমুক্ত করণের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

- বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, আদি বুড়িগঙ্গা নদীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে নদীগুলো অনেকটা মুক্ত করা হয়েছে/হচ্ছে। অবশিষ্ট অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কাজ এগিয়ে চলছে।
- মানিকগঞ্জ-এর সিংগাইর উপজেলার ধলা ইউনিয়নের ধলা ও ফোর্ডনগর মৌজার ধলেশ্বরী নদী দখল করে স্থাপিত পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থাপনা আলোচনা ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নদী থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে।
- নীলফামারী জেলার দেওনাই অবৈধভাবে বাঁধ, মৎস্যচাষ ও জলমহাল হিসেবে লিজ দেয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। নীলফামারী জেলার, উপজেলাধীন দেওনাই নদীর বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে তা জলমহাল হিসেবে ব্যবহৃত এলাকা-সমূহ উদ্ধার করা হয়েছে।
- হালদা নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ইটের ভাটা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দা নদীর জমি অবৈধভাবে লিজ দেয়ার দলিল বাতিল করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদীর শেখ রাসেল ব্রিজের পার্শ্বের ভবন/স্থাপনা ভেঙে দেয়া হয়েছে; রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেক দখলের প্রচেষ্টা

১। অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও উচ্ছেদ:

(ক) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার নদ-নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা সংগ্রহ করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। সারাদেশে সর্বমোট ৫৭,৮৬২ জন অবৈধ নদী দখলদার রয়েছে।

(খ) ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণের নেতৃত্বে সারাদেশে প্রায় ১৩,৫৬৪ জন অবৈধ নদী দখলদারকে ইতোমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদের হার ২৩.৪৪%। উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অবৈধ দখলদারদের তালিকা হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

(গ) নদ-নদীর বিভাগ ভিত্তিক দখল ও উচ্ছেদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিভাগ	তালিকাভুক্ত অবৈধ দখলদারের সংখ্যা	উচ্ছেদকৃত অবৈধ দখলদারের সংখ্যা	উচ্ছেদের হার
১	ঢাকা	১০,৪৬১	২,৫৬৩	২৪.৫০%
২	চট্রগ্রাম	১৮,৬৬৫	১,৩২৯ (১১.০৩ একর জমি উদ্ধার)	৭.১২%
৩	খুলনা	১২,৬৪০	৫,৩০৩	৪১.৯৫%
৪	রাজশাহী	২,৭৬৫	৫৬ (৩৭৪.৭৫ একর জমি উদ্ধার)	২.০৩%
৫	সিলেট	১,৯৮৩	৬০২ (.৫৮২ একর জমি উদ্ধার)	৩০.৩৬%
৬	বরিশাল	৪,৬৮৮	১,০৭০	২২.৮২%
৭	রংপুর	২,৭৫৫	৮১৩	২৯.৫১%
৮	ময়মনসিংহ	৩,৯০৫	১,৮২৮	৪৬.৮১%
	মোট	**৫৭,৮৬২**	**১৩,৫৬৪**	**২৩.৪৪%**

***[বি:দ্র: অবৈধ দখলদার ও উচ্ছেদের সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে।]**

(ঘ) অবৈধ দখলমুক্ত করণের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

- বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, আদি বুড়িগঙ্গা নদীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে নদীগুলো অনেকটা মুক্ত করা হয়েছে/হচ্ছে। অবশিষ্ট অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কাজ এগিয়ে চলছে।
- মানিকগঞ্জ-এর সিংগাইর উপজেলার ধলা ইউনিয়নের ধলা ও ফোর্ডনগর মৌজার ধলেশ্বরী নদী দখল করে স্থাপিত পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থাপনা আলোচনা ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নদী থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে।
- নীলফামারী জেলার দেওনাই অবৈধভাবে বাঁধ, মৎস্যচাষ ও জলমহাল হিসেবে লিজ দেয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। নীলফামারী জেলার দেওনাই নদীর বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে তা জলমহাল হিসেবে ব্যবহৃত এলাকা-সমূহ উদ্ধার করা হয়েছে।
- হালদা নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ইটের ভাটা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দা নদীর জমি অবৈধভাবে লিজ দেয়ার দলিল বাতিল করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদীর শেখ রাসেল ব্রিজের পার্শ্বের ভবন/স্থাপনা ভেঙে দেয়া হয়েছে; রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেক দখলের প্রচেষ্টা

বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে; কুড়িগ্রামের চাকিরপশার বিলকে (যা তিস্তা নদীর সাথে সংযুক্ত) জলমহাল হিসেবে লিজ দেয়া বন্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

- আনলিমা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীর তীরভূমিতে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট তৈরির জন্য অবৈধভাবে দখলকৃত ১২.০৮ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা বন্ধ করা হয়েছে।
- মেঘনা নদীর জমি দখল করে গড়ে উঠা মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বসুন্ধরা গ্রুপ, অরিয়নসহ বেশ ক'টি ব্যবসায়িক/শিল্প ইউনিট এর বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে প্রেরণ করা সহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর তীরভূমি, ফোরশোর নদীর প্লাবনভূমির দখলকৃত জমিতে সোলার প্লান্ট নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
- ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলায় মাইশা পাওয়ার প্ল্যান্ট ও আরিশা ইকনমিক জোন কর্তৃক দখলকৃত বুড়িগঙ্গা/ তুরাগ নদীর জমি কমিশন কর্তৃক ডিজিএলআর এর মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি তথা জিআইএস, জিপিএস, ভ্যালিডেশন ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারণ পূর্বক নদীর জমি উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- যশোর জেলার চিত্রা নদীর জমিতে বাঘারপাড়া থানার সীমানা প্রাচির অপসারণ করা হয়েছে।

(ঙ) সকল জেলা প্রশাসন ও জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে দেশব্যাপি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসব অভিযানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/বোর্ড-পাউবো ও বিআইডব্লিউটিএ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধিকতর সহযোগিতা পেলে অগ্রগতি আরো বেশি সাধিত হতো। এছাড়া উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থ বিভাগ কর্তৃক অর্থায়নের পরিমাণ বাস্তব চাহিদার তুলনায় ছিল একেবারেই অপ্রতুল।

(চ) জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক অবৈধ দখল/উচ্ছেদ অভিযান ও দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করণার্থে বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিসহ বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তরগুলিকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পথ/সমুদ্র ও নৌবন্দর এলাকার অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও উদ্ধারে বিআইডব্লিউটিএ/বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসককে যথাযথভাবে পরিদর্শন পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

(ছ) উদ্ধারকৃত নদ-নদী ও তীরভূমি, ফোরশোর ইত্যাদি যাতে পুনঃদখল হতে না পারে এ জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/উপজেলা ভূমি অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। দখল ও পুনঃদখল প্রতিরোধঃ

১। নদ-নদীর দখল, দূষণ ও নাব্যতা বিষয়ক কোন অভিযোগ/তথ্য পেলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নিজস্ব টিম প্রেরণ করে তদন্ত করে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/সংস্থার মাধ্যমে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কমিশন প্রত্যেক জেলার নদ-নদীর দখল, দূষণ ও নাব্যতার অবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময় টিম/কমিটি গঠন করে সব ধরণের অভিযোগ তদন্ত করে তদনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে করে যাচ্ছে।

3। সীমানা নির্ধারণ ও দিয়ারা জরিপঃ

(ক) SATA ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুসরণ পূর্বক এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনের নির্দেশ অনুসরণ করে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসক, বিআইডব্লিউটিএ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ কাজ চলমান রয়েছে। নদীর প্লাবনভূমি চিহ্নিত করা ও তা সংরক্ষণে কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(খ) আর এস জরিপের পর কোন কোন নদীর, কোন কোন স্থানে, পয়স্তি বা শিকস্তি হয়েছে এবং এসব স্থানে দিয়ারা জরিপ করা হয়েছে কিনা, তার নদী ভিত্তিক তথ্য প্রদানের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল জেলা থেকে তথ্য প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তা নিয়ে দেশব্যাপী দিয়ারা জরিপের হালনাগাদ রেকর্ড প্রস্তুতের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৪। নদ-নদীর পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ:

নদীর পানি ও পরিবেশ রক্ষা এবং প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ

- দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধারের দূষণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করে কমিশনে প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক (সকল) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- সাভার উপজেলাধীন হেমায়েতপুরের চামড়া শিল্প নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঢাকার চারপাশের দূষণরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিকট পত্র দেয়া হয়েছে।
- হালদা নদীতে ডলফিনসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, নৌপুলিশ, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- দখল ও দূষণরোধে ময়মনসিংহ বিভাগাধীন ব্রহ্মপুত্র নদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ/জামালপুর, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাধারের দূষণ রোধে সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লাগসই ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- নরসিংদী জেলাস্থ হাড়িধোয়া নদীর অবৈধ দখল, দূষণ রোধ এবং মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক নরসিংদী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মেয়র নরসিংদী পৌরসভা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- ময়মনসিংহ শহরের মাসকান্দা এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর এলাকার শাহপুরস্থ মার লিমিটেড শিল্প কারখানা কার্যক্রমে চলমান মনিটরিং এবং তাতে পরিলক্ষিত কোন ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- পুরান ঢাকার ইসলামবাগ বেড়িবাঁধ এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- সিলেট জেলাধীন তোপখানা এলাকা থেকে কানিমাইল পর্যন্ত সুরমা নদীর পাড়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার এলাকার ময়লা আবর্জনার স্তুপ অপসারণের জন্য সিলেট জেলা প্রশাসক, সিটি কর্পোরেশন ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- নাটোর সুগার মিলের বর্জ্য নন্দকুজা ও নারোদ নদীতে ফেলা বন্ধকরণের জন্য জেলা প্রশাসক নাটোরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ঢাকার চারপাশের নদ-নদী দূষণরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ময়মনসিংহ জেলার বানার ও ক্ষির, সুতিয়া নদী এবং চৌহার খালে শিল্প কারখানা কর্তৃক দূষণরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি:

কমিশনের নির্দেশনামতে কুষ্টিয়া জেলার সদর/কুমারখালী উপজেলার করিমপুর-ধলনগর সেতুর ডিজাইন পরিবর্তন করে নদীর প্রস্থের সমান সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। নদীপথে নৌ চলাচল অবাধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উলম্ব-ছাড় ও আনুভূমিক-ছাড় ব্যতিরেকেই নির্মিত সেতু সনাক্ত করে সে সকল সেতু অপসারণ ও পুনঃনির্মাণ করার জন্য কমিশন বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দিয়েছে। ভবিষ্যতে নিরাপদ ও সুষ্ঠু নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল অভ্যন্তরীণ নৌপথের উপর সেতু ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লম্ব-ছাড় ও আনুভূমিক-ছাড় না রেখে নদ-নদীর উপর নির্মিত অপরিকল্পিত সেতু অপসারণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৬। নদী সংক্রান্ত পরিকল্পনা, গবেষণা, সমীক্ষা এবং তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি:

(ক) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদ-নদীর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ে SPARRSO-এর মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীর Hydro morphological এবং Geo-Technical Study সম্পন্ন করা হয়েছে।

(খ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৮টি নদীর সমীক্ষা ও ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়।

(গ) ইতোমধ্যে নদীর তথ্যভান্ডার তৈরীর লক্ষ্যে আরো একটি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন:

কমিশন আইনের ১২(ক) ধারার আলোকে নদ-নদী সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য এসব মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ফোকাল পয়েন্ট সভা করা হয়েছে [সর্বশেষ ৮/৯/২০২১]। ফোকাল পয়েন্ট সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহঃ

১) প্রতিটি জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মাননীয় মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য-কে সাথে নিয়ে জেলার পরিবেশ, বন ও নদ-নদী দখলমুক্তকরণ, দূষণ রোধ এবং নদীর নাব্যতা বিষয়ক সভা বা সেমিনার আয়োজন করতে হবে। জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এফবিসিসিআই, বিজেএমইএ, বিকেএমইএ এবং জেলার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জেলা প্রশাসক (সকল)

২) বালু নদীকে মডেল হিসেবে গণ্য করে উক্ত নদীর সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে দখলদার মুক্ত, দূষণমুক্ত ও নাব্য করতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যকে আহবায়ক করে ভূমি মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, রাজউক, বিআইডব্লিউটিএ, ডিআইজি, নৌপুলিশ, জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যায়। সেক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন উক্ত কমিটির সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

৩) আদি বুড়িগঙ্গা নদীর CS পর্চা সংগ্রহ করে SPARRSO এর মাধ্যমে Geo-referencing করে নদীর সীমানা নির্ধারণ করে বুড়িগঙ্গা নদীর সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর/চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ/জেলা প্রশাসক, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ।

৪) দেশের সকল নদীর দখল এবং দূষণকারীদের শাস্তি হিসেবে জরিমানা এবং কারাদন্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ জেলার শীতলক্ষ্যা, চিলাই, লবনদহ এবং বানার নদীর দখল এবং দূষণকারী সকল ব্যক্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক জেল-জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)/মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক (সকল)

৫) সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং এফএম রেডিওতে নদী এবং পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার বৃদ্ধি করার জন্য বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং এফএম রেডিও চ্যানেলের মালিক বা প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। সরকারি টিভি চ্যানেল এবং বেতারে নদী ও পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে। ৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিটের নদী ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক TVC নির্মাণ করে সকল সরকারি এবং বেসরকারি টিভি/ এফএম রেডিও চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কে অনুরোধ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

৬) রাজউকের Detailed Area Plan (DAP) এ অন্তর্ভুক্ত জলাশয় বা জলাভূমি যাতে ভরাট বা দখল না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ড্যাপের আওতাধীন রাজউকের অনুমোদনবিহীন সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। নদীর প্রস্থের চেয়ে ছোট ও নৌযান চলাচলের উলুম্ব ক্লিয়ারেন্স (Vertical Clearance) না রেখে কোন ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না। এ সকল ব্রিজ নির্মাণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডি, Environmental Impact Assessment (EIA), হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ বা পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে মতামত নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৮। জনসচেতনতা তৈরী:

(ক) প্রচার: নদী ও সম্পদ রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে দেশের সকল বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিষয়ে সেমিনার, মতবিনিময় সভা, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, ফেইসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে প্রচারের কাজ চলছে। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনকেও এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) নদী সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদীভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি-সেমিনার/ কর্মশালা/ কনফারেন্স/ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান/ উদ্ধার উৎসব/ জনসচেতনতামূলক প্রচারকার্য সম্পন্ন করেছে। বাপা/নদী পরিব্রাজক দল/পবা/রিভারাইন পিপল/এ্যাকশনএইড/নদী বাঁচাও আন্দোলন/নদী ঘোরাও নদীর পথে/বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন/IUCN-সহ দেশের প্রায় ৫০টি নদীভিত্তিক সংগঠনকে নিয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের প্রায় সকল পত্র-পত্রিকা, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, সামাজিক মাধ্যমসমূহ সারাবছরই সরব/সোচ্চার রয়েছে।

(গ) নদী সংগঠক ও অংশীজনদেরকে নদীরক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানঃ নদী সচেতনতা ও দক্ষতাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সারা দেশের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশবাদী সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে নদ-নদীর মালিকানা স্বত্ব ও স্বার্থ, পানি-পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক আইনকানুন, সর্বোচ্চ আদালতের রায়সমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(ঘ) কমিশনের হটলাইন সংস্থাপনঃ নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, বালু উত্তোলন প্রভৃতি সম্পর্কে অভিযোগ ও বিভিন্ন তথ্য জনগণ যাতে সহজে ও সরাসরি তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনকে জানাতে পারে সেজন্য একটি হটলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হটলাইন (শর্টকোড) নম্বরটি হল: '১৬১২৪'।

৯। মডেল নদী হিসেবে বালু নদীকে সম্পূর্ণ দখল, দূষণ ও নাব্যতাসংকট মুক্ত করার জন্য কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্যের নেতৃত্বে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। বিভাগ ভিত্তিক নদ-নদী উদ্ধারের মাস্টার প্ল্যান তৈরীর জন্য ও কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১০। কমিশনের কার্যক্রম জোরদার করণের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব

(ক) মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগের রায়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও সময়ের প্রয়োজনে "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩" এর খসড়া "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০২০" প্রণয়ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' শিরোনামে কমিশনের প্রকল্প প্রস্তাব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকির জন্য ৮টি বিভাগীয় কার্যালয়, একটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) কমিশনের "৪৮ নদী সমীক্ষা প্রকল্প" এর ধারাবাহিকতায় '৭১ নদী রক্ষা, নদীর তথ্যভান্ডার তৈরী ও সমীক্ষা প্রকল্প" শীর্ষক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। প্রতিবেদন তৈরী ও মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থাকে কমিশনের সুপারিশ/পরামর্শ অবহিতকরণ:

(ক) কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ এ নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়-জলাধার এর অবৈধ দখল উচ্ছেদ, পরিবেশ দূষণ রোধ, প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও নাব্যতা বৃদ্ধির বিষয়ে জেলা ও নদ-নদী ভিত্তিক চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানে সুপারিশমালা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে।

১২। নদী রক্ষায় আইনি মোকাবিলা:

(খ) মহামান্য হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগসহ দেশের বিভিন্ন দেওয়ানি আদালতে নদ-নদীর মালিকানা, স্বত্ব, স্বার্থরক্ষা এবং দখল নিয়ে বিরোধ ও মামলা মোকাবিলার জন্য কমিশন কর্তৃক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন আদালতে নদ-নদী বিষয়ক মামলাগুলি পরিচালনার জন্য কমিশনের প্যানেল আইনজীবীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) কমিশন আইনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে আইন বলে ক্ষমতাবান সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ড/জেলা-উপজেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন/মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর থেকেছে।

(ঘ) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বেশ কিছু মামলার রায়, সরেজমিন তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়সংগত ও সর্বোচ্চ সক্ষমতার সঙ্গে সমাধান করে দৃষ্টান্ত রেখেছে। কমিশন নদী রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব নির্বাহে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উদঘাটন ও উপস্থাপন করেছে, সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার/প্রয়োগ করে সম্মিলিতভাবে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টস-ম্যাপ জিও রেফারেন্সিং, থিমেটিক ম্যাপ ও প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

(ঙ) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে কমিশন এতদসংক্রান্তে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের শুনানী গ্রহণ এবং মতামত প্রদান করেছে এবং করছে।